যুগান্তর

তারিখ: 24 FEB 2009
পৃষ্ঠা: ৩ কলাম: ১

# শিক্ষা প্রশাসনে রদবদল

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন শাখায় সোমবার বেশকিছু নতুন নিয়োগ, বদলি, রদবদল এবং ওএসডি'র ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'জন নতুন উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ও কলা অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক মেজবাহ উদ্দিন আহমেদকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করা হয়েছে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ মর্মে আদেশ ইতিমধ্যে পৌঁছেছে।

এদিকে পাঠ্যপুস্তক কেলেংকারির ঘটনার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক মছির উদ্দিনকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। একই সঙ্গে সরিয়ে দেয়া হয়েছে এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) ড. সিরাজুল হককেও। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে বলা হয়, মাউশির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ও কলেজ প্রশাসনের পরিচালক অধ্যাপক খান হাবিবুর

রদবদল : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

## রদবদল : শিক্ষা প্রশাসনে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রহমানকে এনসিটিবির নতুন চেয়ারম্যান করা হয়েছে। আর মাউশির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ও কলেজ প্রশাসনের পরিচালক পদে চট্টগ্রাম কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. গাজী লিয়াকত আলী খানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ময়মনসিংহের গফরগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ শফিকুর রহমানকে এনসিটিবির নতুন সদস্য করা হয়েছে। আর বিদায়ী সদস্য ড. সিরাজুল হককে মাউশি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) পদে বসানো হয়েছে।

অন্যদিকে কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আ. মান্নান খানকে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক করা হয়েছে। ভোলা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রাখাল চন্দ্র দেবকে একই কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এদিকে এনসিটিবিতে রদবদলের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট মহলে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। চেয়ারম্যান ও সদস্যের বাইরে বই কেলেংকারির জন্য সবচেয়ে বেশি জড়িত যে শীর্ষ কর্মকর্তারা, তারা রয়েছেন বহাল তবিয়তে। এতে প্রকাশক-এনসিটিবির অসাধু সিন্ডিকেট আরও প্রশ্রয় পেল বলে জানান তারা। তারা আরও বলেন, ভুল ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, চেয়ারম্যান এবং সদস্যের পর প্রশাসন ক্যাডার থেকে আসা অন্য শীর্ষ কর্তারই বেশি সখ্য রয়েছে সিন্ডিকেটের সঙ্গে।